দৈনিক বাংলা

31 MAY 1986 পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 6

তারিখ 31 MAY 1986
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 6

64
055

জন্মতারিখ পিছিয়ে ৪৮ জন শিক্ষক ৯৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

জামালপুর, ২৯শে মে।— জন্মতারিখ পিছিয়ে দিয়ে ৪৮ জন শিক্ষক সরকারের ৯৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরে।

সদর উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের আটবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওসমান গনি আকন্দ দশ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন, অথচ কাগজে কলমে তিনি নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে গত দশ বছর যাবৎ বেতন উঠাচ্ছেন। জানা যায়, ওসমান গনি আকন্দের সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ ৩০-১০-২৭ ইং সন। এই হিসেবে বাস্তবক্ষেত্রে তিনি দশ বছর আগে চাকরি থেকে সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণ করেছেন। এরপর শিক্ষা বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজশে ঐ শিক্ষক আরেকটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন, সেখানে তাঁর জন্ম তারিখ দেখানো হয়েছে দশ বছর পিছিয়ে ৩০-১০-৩৭ ইং সনে। এছাড়া, শরিফপুর প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক তার নামও ওসমান গনি তিনি একই কায়দায় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন।

হাটবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ওসমান গনি একই কায়দায় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন।

আটবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ওসমান গনি আকন্দ প্রতিমাসে ১৭২৪ দশমিক ২০ টাকা করে গত দশ বছর (১২×১০)=১২০ মাসে সর্বমোট দু'লাখ ৬ হাজার ৮৮০ টাকা তুলে নিয়েছেন। একইভাবে মদনগঞ্জ, বকশিগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, দেওয়ানগঞ্জ ও সদর উপজেলায় ৪৮ জন শিক্ষক মোট ৯৬ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন।

ঘটনা সম্পর্কে জামালপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসে খোঁজ নিলে তাঁরা জানান: এসব ঘটনা মিথ্যা।

এরপর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রহিম তালুকদার অত্যন্ত কৌশলে অনুসন্ধান চালিয়ে একই ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত ভিন্ন ভিন্ন জন্ম তারিখের সার্টিফিকেট উদ্ধার করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শিক্ষা বিভাগ ঐসব শিক্ষকদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চালালে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের আরও তথ্য উদঘাটিত হবার আশংকা রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ৩৫টি স্কুল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ, ২৯শে মে।— ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; খোলা আকাশের নীচে তাদের ক্লাশ করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি পর পর কয়েক দফায় ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, সিংগাইর, সাটুরিয়া ও সদর উপজেলায় ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসবের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও হাইস্কুলের সংখ্যাই বেশী। কলেজের মধ্যে সিংগাইর কলেজ ও তালেবপুর কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ১১ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠ টিন ও অন্যান্য আসবাবপত্র জমা করে রাখা হয়েছে কিন্তু অর্থাভাবে মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না।

কোন কোন স্কুলের গাছতলা কিংবা খোলা আকাশের নিচে ক্লাশ হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীর অনেকে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষকরাও অনেকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার অবসান কল্পে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার।